মেহেরপুরে জাল নোটসহ রাজশাহীর যুবক আটক

মেহেরপুরে জাল টাকাসহ সাব্বির হোসেন (২৯) নামের এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। আটক সাব্বির হোসেন রাজশাহী জেলার তানোর উপজেলার বুরুজ পূর্বপাড়া এলাকার মৃত সাইফুদ্দীনের ছেলে।

মেহেরপুর শহরের কাথুলি বাসস্ট্যন্ড এলাকার বাবুল স্টোরে টাকা ভাঙাতে গিয়ে ধরা পড়েন এই জাল টাকা কারবারি।

মেহেরপুর সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সঞ্জীব কুমার জানান, কাথুলি বাসস্ট্যান্ডের বাবুল স্টোরে জাল নোট ভাঙাতে গিয়ে ধরা পড়ে সাব্বির। পরে পুলিশকে খবর দিলে তাকে আটক করা হয়। এসময় তার কাছে ৬ টি এক হাজার জাল নোট উদ্ধার করা হয়েছে।

জাল টাকা উদ্ধারের ঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় দন্ড বিধি আইনের ৪৮৯ (খ) ও (গ) ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলা নং ৭।
আটক আসামি সাব্বির হোসেনকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

আর কত যায়গায় অভিযোগ দিলে বিচার পাবে অসহায় রাসেল ?

বিচারের দাবিতে প্রশাসনের দারে দারে ঘুরছেন মেহেরপুর শহরের গড়পাড়া এলাকার রাসেল আহমেদ নামের এক ব্যক্তি। অব্যাহত হত্যার হুমকী, বিনা কারণে মারপিট ও নির্যাতনের বিচারের দাবীতে ইতোমধ্যে মেহেরপুর সিনিয়র জুডিসিয়াল ২য় আমলী আদালতে মামলা দায়ের করেছেন যার মামলা নং সিআর ২৫৫/২০২৩ ইং।

এছাড়া ন্যায় বিচারের দাবীতে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক (ডিসি) বরাবর আবেদন দিয়েছেন তিনি। সেই সাথে মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবসহ বিভিন্ন স্থানে একাধিক সংবাদ সম্মেলনও করেছেন ।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, রাসেল আহম্মেদের বাবা ২ বছর আগে মারা যান। মারা যাবার পর থেকেই তার দুই চাচা মো: জয়নাল ও মো: নবাব বিভিন্ন সময়ে রাসেল আহম্মেদকে মারধর করে এবং হত্যার হুমকী দিয়ে আসছেন।

কারন হিসেবে রাসেল আহম্মেদ উল্লেখ করেছেন, পৈত্রিক সম্পত্তি আত্মসাতের উদ্দ্যেশ্যেই তাকে বিভিন্ন সময়ে পাগল আখ্যা দিয়ে মারধর ও হত্যা চেষ্টা করে। হত্যা চেষ্টা করার পাশাপাশি আতংক সৃষ্টির জন্য রাসেলের বাড়ির পেছনে কাফনের কাপড়, আগরবাতি, সাবান ও গোলাপ জল রেখে দেই। মৃত্যুর দিনক্ষণ গণনা শুরু করার জন্যও প্রকাশ্যে হুমকী দেন তারা। এসব কারনে, রাসেল তার পরিবারের লোকজনসহ বাড়ির বাইরে যেতে ভয় পাচ্ছেন বলেও মামলার আরজিতে উল্লেখ করেন তিনি। এছাড়া বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, বাড়িতে মাদক, বিস্ফোরক দ্রব্য ও আগ্নেয়াস্ত্র রেখে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করারও হুমকী দিচ্ছে ওই চক্রটি। শুধু মামলা নয়, ওই চক্রের হাত থেকে বাঁচতে ও ন্যায় বিচার পেতে রাসেল আহম্মেদ তার দুই চাচা ফৌজদারিপাড়া এলাকার মৃত মহি উদ্দীন শেখের ছেলে মো: জয়নাল, মো: নবাব, গাংনী উপজেলা শহরের চৌগাছা গ্রামের কাসেম হাজীর ছেলে মামুন অর রশিদ, মেহেরপুর শহরের বেড়পাড়া এলাকার মৃত হাসেমের ছেলে মাসুম, মাসুদ ও জিল্লু পরস্পর যোগ সাজসে আমার পৈত্রিক সম্পত্তি আত্মসাৎ করার উদ্যেশ্যে হত্যা ও খুন গুম করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। রাসেল ও তার একমাত্র সন্তান ও স্ত্রীকে নিয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছেন বলে উল্লেখ করেন তিনি।

উল্লেখ্য, রাসেল আহম্মেদ তার পৈত্রিক সুত্রে পাওয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মেহেরপুর শহরের বড়বাজার এলাকায় রাজু বীজ ভান্ডার নামক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালিয়ে আসছেন। এসব আসামিরা এই বীজ ভান্ডারেও হামলা চালিয়ে ৬০ হাজার টাকার ক্ষতি সাধান করে বলে অভিযোগ করেন বলে জানান তিনি।

আসামিদের মারের আঘাতে রাসেল আহম্মেদ অসুস্থ হয়ে পড়লে মেহেরপুর ২৫০শয্যার জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা নেন।

১১৮ গাছের আম বিক্রি ৫ হাজার টাকায়!

মেহেরপুর পৌরসভার ২৪ টি ও মেহেরপুর জেলা পরিষদের ৯৪টিসহ ১১৮ টি গাছের আম বিক্রি হয়েছে মাত্র ৫ হাজার টাকায়। তবে দুটি প্রতিষ্ঠানের কেউ আম বিক্রির কোনো টেন্ডার আহবান করেনি বলে জানা গেছে। তবে, পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেছেন পৌরসভার কোন আম বিক্রি করা হয়নি।

সরেজমিনে মেহেরপুর কাথুলী-গাংনী সড়কের মেহেরপুর সীমানা পিলার থেকে কাথুলী বাজার পর্যন্ত ছোট বড় ৯৪ টি আমগাছ রয়েছে। এছাড়া মেহেরপুর পৌরসভার আওতায় রয়েছে ২৪ টি আম গাছ।

নামমাত্র আম কিনেছেন মেহেরপুর শহরের বেড়পাড়া এলাকার জহর শেখের ছেলে রাজমিস্ত্রি আব্দুর রাজ্জাক। সে মেহেরপুর পৌর সভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনের কাছের লোক হিসেবে পরিচিত।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রায় ১০/১৫ দিন যাবৎ প্রতিদিন ৫/৬ বস্তা করে আম ভেঙ্গেছে আব্দুর রাজ্জাক। এসব আম সে রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে পাকিয়ে বাইরে চালান দিয়েছে।

গতকাল দুপুরে মেহেরপুর শহরের অদুরে পৌরসভার শেষ সীমান্তে আম ভাঙছিলেন আব্দুর রাজ্জাক। তাকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি বলেন, আমি এই আম মেহেরপুর পৌর সভার কাছ থেকে ১ হাজার ও মেহেরপুর জেলা পরিষদ থেকে ৫ হাজার টাকায় কিনে নিয়েছি। আম গাছ বেশী নেই। মাত্র কয়েকটি আম গাছ থেকে আম সংগ্রহ করা হচ্ছে।

এবিষয়ে মেহেরপুর পৌর সভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, আমি বিষয়টি জানিনা। কাউকে এক হাজার টাকায় আম দেওয়া হয়নি।মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মহা: আব্দুস সালাম বলেন, আমি যতটুকু শুনেছি ৫/৬ হাজার টাকায় আম বিক্রি করা হয়েছে। এর বেশী কিছু বলতে পারবোনা।

জানা গেছে, মেহেরপুর জেলাতে আম সংগ্রহ নিয়ে আগামি ৮ মে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে মিটিং রয়েছে। ওই মিটিং এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে আম ভাঙ্গার তারিখ।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম বলেন, কেউ পাকা আম হিসেবে বিক্রি করতে ক্যামিকেল দিয়ে আম পাকানোর চেষ্টা করলে খোঁজ খবর নিয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনী উপজেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক গ্রেফতার

নাশকতার মামলায় গাংনী উপজেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলামকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। যুবদল নেতা জাহিদুল ইসলাম গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান গ্রামের মছের উদ্দীন সর্দারের ছেলে।

বামন্দী পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) ইস্রাফিল সঙ্গীয় ফোর্সসহ আজ রবিবার দিবাগত রাতে বামন্দী বাজারে অভিযান চালিয়ে জাহিদকে গ্রেফতার করে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, সরকার বিরোধী নাশকতার পরিকল্পনা মামলায় জাহিদকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এদিকে গাংনী উপজেলা যুবদলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে বিনা উস্কানিতে মিথ্যা মামলায় যুবদলের এই নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত যুবদল নেতা জাহিদুলকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে জনদুর্ভোগ সৃষ্টির দায়ে জহুরুল কনস্ট্রাকশনের ট্রাক আটক, মামলা দায়ের

মেহেরপুর শহরে জনদুর্ভোগ সৃষ্টির দায়ে জহুরুল কনস্ট্রাকশন লিমিটেডের একটি বালুবাহী ট্রাক (ঢাকা মেট্রো-ট ২২-৫৭৫২) আটক করে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মেহেরপুর সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলাটি করেন মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক পুলিশ।

সূত্রমতে, আজ শনিবার (৬ মে) দুপুরেরর দিকে শহরের ভিতর দিয়ে জহুরুল কনস্ট্রাকশন লিমিটেডের একটি বালুবাহি খোলা ট্রাকে করে বালু নিয়ে মেহেরপুর শহরের মূল সড়ক দিয়ে দ্রুত গতিতে যাচ্ছিল। এসময় খোলা ট্রাক থেকে চারদিকে বালু উড়ে পথচারীদের চোখে মুখে প্রবেশ করে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হচ্ছিল।

এসময় মেহেরপুর সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ দুপুরে আদালতের কাজ শেষে বাসায় ফিরছিলেন। বিষয়টি তার নজরে এলে তিনি ট্রাকটিকে থামার সংকেত দেন। এরপর টহল ডিউটিতে কর্তব্যরত পুলিশ সদস্যদেরকে উক্ত ট্রাক এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন। পুলিশ দ্রুত সেই চালক ও সহযোগীসহ ট্রাকটিকে আটক করে।

এরপর জনদুর্ভোগ সৃষ্টির দায়ে পুলিশ বাদী হয়ে আদালতে মামলা দায়ের করেন এবং দায়ী আসামিকে আদালতে উপস্থাপন করেন। আদালতে অভিযুক্ত চালক দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এছাড়া ভবিষ্যতে এমন কাজ করবে না মর্মে অঙ্গীকার করে ক্ষমা ও জামিন প্রার্থনা করেন।

আদালত আগামীকাল পর্যন্ত আসামিদের জামিন মঞ্জুর করেন এবং পরবর্তী আদেশের জন্য দিন ধার্য করেন।

গাংনীর মালশাদহ গ্রামে জমি দখলের অভিযোগ

হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের রায় থাকার পরেও ঘর ভেঙ্গে দিয়ে একটি পক্ষ জমি দখল করেছে বলে অভিযোগ করেছে গোলাম কাউছার নামের এক ব্যক্তি। ঘটনাটি গাংনী উপজেলার পশ্চিমমালশাদহ গ্রামে ঘটেছে।

ভূক্তভোগী গোলাম কাউছার বলেন, ১৯৯২ সালে সরকারের খাস খতিয়ানভূক্ত ৮ শতক জমি আমি বন্দোবস্ত নিয়েছি। সেখানে আমার ঘর থাকলেও গ্রামের একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠি আমার সেই ঘর ভেঙ্গে দিয়ে দখল করে নিয়েছে।

মালশাদহ গ্রামের আজিজুল হক বুড়ো ও লিটন হোসেন এই জমি দখল করে নিয়েছেন বলে অভিযোগ তোলেন গোলাম কাউছার।

গোলাম কাউছার বলেন, আমি বিএনপির স্থানীয় নেতা। আমার ৮ শতক জমি প্রতিপক্ষ প্রভাবশালী গোষ্ঠি দখল করে নিয়ে সেখানে ঘর বাড়ি ও একটি ক্লাব ঘর তৈরী করেছে। আমি তাদের বাঁধা দিতে গেলে হত্যাসহ নানাভাবে হুমকী ধামকী দেন।

এব্যাপারে আজিজুল হক বুড়োর সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।

মেহেরপুরে মানবকল্যাণে নিজেকে মেলে ধরেছেন এম এ এস ইমন

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এমএএস ইমনের জনপ্রিয়তা এখন তুঙ্গে। তরুণ রাজনীতিক এম এ এস ইমন সমাজের গরীব অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সেবা দেওয়ায় তিনি এখন মানুষের মুখে মুখে।

জনপ্রিয় এই রাজনীতিক নিজস্ব অর্থায়নে মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর

উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে টিউবওয়েল ও হতদরিদ্র নারীদের মাঝে সেলাই মেসিন বিতরণ করেছেন। এলাকার অসহায় গরিবদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য নিজের অর্থায়নের তাদেরকে এসব বরাদ্দ দেন।

এম এ এস ইমন বলেন গরিবের মুখে হাসি ফুটলেই আমার আনন্দ। প্রত্যেকের ঘরে ঘরে যারা অসহায় দরিদ্র রয়েছে যাদের কেনার মতো কোনো সামর্থ নেই এসব পরিবারের মাঝে নিজ অর্থায়ন এসব বিতরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর শহরের ক্যাশবপাড়া এলাকার মৃত সিরাজুল ইসলামের স্ত্রী আরিফা খাতুন বলেন, আমার মত অসহায় দারিদ্রপিড়ীত মানুষকে ইমন ভাই একটা সেলাই মেশিন কিনে দিয়েছেন। আমি এখন সেলাই মেশিন থেকেই আমার পরিবারের ভরণ পোষণ করছি। আল্লাহ যেনো তার মনের আশা পুরুণ করেন।

আমঝুপি গ্রামের মৃত মুশিরুল ইসলামের স্ত্রী কাজল রেখা, মেহেরপুর শেখপাড়া এলাকার সাইফ হোসেনের স্ত্রী সায়লা খাতুন বলেন, আমার পরিবারের আর্থিক অনটন থেকে মুক্তি পেতে ইমন ভাই আমাদের পাশে এসে দাড়িয়েছেন। আমরা এখন সাবলম্বি হয়েছি সেলাই মেশিন পেয়ে।

রামদাসপুর গ্রামের তাহাজ উদ্দীন ও কুলবাড়িয়া গ্রামের সাহার আলী বলেন, আমাদের মহল্লার মানুষের সুবিধার্থে সুপিয় পানির ব্যবস্থা করতে ইমন ভাই টিউবওয়েল বসিয়েছেন। আমরা এখন বিশুদ্ধ পানি পান করছি। ইমন ভাইয়ের সাফল্য কামনা করছি। তারা বলেন আমরা খুবই আনন্দিত এমন একজন জনদরদি মানুষ পেয়ে।

মেহেরপুর শহরের বেড়পাড়া এলাকার রেহেনা খাতুন ও নার্গিস খাতুন বলেন, এধরণের জনদরদী মানুষ এই সমাজে দরকার। ইমন ভাই আমাদের প্রতিনিয়ত খবর নিচ্ছেন। অন্যান্য সময়েও আমাদেরকে পাশে থেকে সবসময় খোঁজ-খবর নিয়ে থাকেন। এমন রাজনীতিক নেতা আমাদের দরকার। আমরা কোন কিছুর জন্য তার কাছে গেলে কোন কিছুতেই সে আমাদেরকে নিরাস করে না। নিজের অর্থ খরচ করে হলেও আমাদের পাশে দাঁড়ায়।

এব্যাপারে এমএএস ইমন বলেন, একজন মানুষ হিসেবেই অসহায় মানুষের পাশে দাড়ানোর চেষ্টা করেছি। আমি চাই আমাদের সমাজে যারা বিত্তবান রয়েছে তারা যেনো অসাহায়, দিন মজুর মানুষের পাশে দাড়িয়ে তাদের কল্যাণ করেন। এদিকে এমএএস ইমন, সরকারের সাফল্য মানুষের কাছে পৌছে দিতে প্রতিনিয়ত জেলার বিভিন্ন এলাকায় লিফলেট বিতরণ করছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আবারো রাষ্ট্র ক্ষমতায় আনার জন্য বর্তমান সরকারের উন্নয়নচিত্র তুলে ধরে বুকলেট বিতরণ করেন।

গাংনীতে মুক্তিযোদ্ধাদের মতবিনিময় সভা

গাংনী উপজেলায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। আজ শনিবার (৬ মে) সকাল সাড়ে ১০ টার সময় গাংনী উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সে ভবনে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার নজরুল ইসলাম। মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক এমপি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মুকবুল হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন গাংনী উপজেলা সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মুন্তাজ আলী।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিতি ছিলেন বীর মুক্তি যোদ্ধা আশরাফ মাস্টার, মুক্তিযোদ্ধা আবুল হাশেম, মুক্তিযোদ্ধা জিল্লুর রহমান, মুক্তিযোদ্ধা জামাত আলী, মুক্তিযোদ্ধা আমিরুল ইসলাম, মুক্তিযোদ্ধা হযরত আলীসহ গাংনী উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের ইউনিটের বীর মুক্তিযোদ্ধা গণ।

মতবিনিময় সভা সঞ্চালনায় ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা হাবিবুর রহমান।

ছুটির দিনে পরীক্ষা নিলেন গাংনীর কয়েকটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়

সরকারি আদেশ বৃদ্ধাঙ্গলি দেখিয়ে ছুটির দিনে পরীক্ষা নিলেন গাংনী পাইলট মাধ্যমিক স্কুল এন্ড কলেজ, জেটিএস মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, হিজলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়সহ কয়েকটি বিদ্যালয়।

সরকারি ছুটির দিনে অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেনীর পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। এতে ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীও শিক্ষকদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন পরীক্ষার্থী জানালেন, প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেন ছুটির দিনে পরীক্ষা নিচ্ছেন। এটা আমাদের ইচ্ছার বাইরে। শিক্ষকরাও বিষয়টি নিয়ে বেশ ক্ষিপ্ত। তারা জানান, ছুটির দিন নিজের পরিবারকে একটু সময় দেবো। অথচ, প্রধান শিক্ষক একই সিদ্ধান্ত নিয়ে পরীক্ষা নিচ্ছেন।

এব্যাপারে গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেন বলেন, রমজান মাসে দীর্ঘ একটি ছুটি ছিল। এছাড়া আমার বিদ্যালয়ে এসএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র হওয়াতে ছুটির সংখ্যা আরো বেড়েছে। তাই পরীক্ষা নিয়ে সময়টা বাচানো হচ্ছে।
এব্যারে গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মীর হাবিবুল বাশার বলেন, শিক্ষার্থীদের ভালোর জন্য এটা হয়তো বা নিচ্ছেন। কিন্তু সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ছুটির দিনে পরীক্ষা নেওয়ার কোনো নিয়ম নেই।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার-৮

মেহেরপুরে পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৮ আসামি গ্রেফতার করেছেন।
এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে পুরাতন মামলায় ৩ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১ জন, মেহেরপুর সদর থানা ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে ৪ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

শুক্রবার সকাল থেকে আজ শনিবার (৫ মে) ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন পুলিশ। সংশ্লিষ্ট থানা সূত্র এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
আসামিদের আজ শনিবার সকালের দিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।